সুরের সোপানে শাকিলা

গানে গানে দু'দশক পার করেছেন শাকিলা জাফর। এই দীর্ঘ সময়ে নানাভাবেই তিনি আলোচনায় এসেছেন। সঙ্গীতের সব মাধ্যমে সমান দখল। বেতার, টিভি, চলচ্চিত্রের প্লে-ব্যাক বা মঞ্চে– সবখানেই স্বতঃস্ফূর্ত তিনি, বিশেষ করে মঞ্চে। গানের সুর ও ছন্দে তাঁর তনুমনেও জেগে ওঠে নতুন ছন্দ। মাতোয়ারা হন দর্শক। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গেয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে সঙ্গীতাঙ্গনে তাঁর গতি খানিকটা শ্লথ। যে জনপ্রিয়তা গোড়ার দিকে ছিল, তাতে খানিকটা ভাটা পড়েছে। অডিও বাজারেও তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপ দেখা যায় না। সঙ্গীতের ওঠানামার সিঁড়িতে তিনি এখন কোথায় অবস্থান করছেন? এ নিয়েই খোলামেলা আলাপচারিতা–

আনন্দকণ্ঠ ঃ সঙ্গীতে এখন আপনার অবস্থান সম্পর্কে বলুন।

শাকিলা ঃ ভালই তো। আমার অবস্থান সব সময় মাঝামাঝিতে ছিল এবং এখনও তাই। ক্যারিয়ার নিয়ে খুব উচ্চাভিলাষ আমার কখনও ছিল না। তার পরও শিল্পী হিসাবে আমি যতটুকু পেয়েছি তাতে সন্তুষ্ট।

আনন্দকণ্ঠ ঃ সম্প্রতি এক অডিও ক্যাসেট ব্যবসায়ী অভিযোগ করেছেন, বাজারে আপনার ক্যাসেট তেমন চলে না। তাই চুক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা আপনার ক্যাসেট বের করতে পারছে না।

শাকিলা ঃ আমার ক্যাসেট চলে না, এ কথা কিন্তু একদম মিথ্যা। আমি যখন দেশের বিভিন্ন জায়গায় কনসার্টে যাই তখন শ্রোতারা ক্যাসেটের গানগুলোই শুনতে চায়। তারা যদি ক্যাসেট না শুনত, তবে কি আমার গানগুলোর কথা বলতে পারত?

আনন্দকণ্ঠ ঃ বর্তমান সময়ের বাংলা গান সম্পর্কে বলুন।

শাকিলা ঃ ভাল গান খুব কম হচ্ছে। আসল ব্যাপার হলো একটা গানের পিছনে গীতিকার, সুরকার এবং শিল্পীর যতখানি মেধা ও সময় দেয়া প্রয়োজন ততখানি কেউই দিচ্ছে না। নিজেদের মেধা খরচ না করে তারা অনুকরণের দিকে ঝুঁকছে। ফলে ভাল গান হচ্ছে না।

আনন্দকণ্ঠ ঃ সঙ্গীতাঙ্গনে নতুন শিল্পী প্রচুর এলেও তেমনভাবে কেউ টিকতে পারছে না। এর কারণ কী?

শাকিলা ঃ এর কারণ হলো তাদের ভিত্তি শক্ত নয়। একটু-আধটু গান শিখেই ক্যাসেট বের করে রাতারাতি স্টার হতে চাচ্ছে তারা। সঙ্গীত হচ্ছে সাধনার ব্যাপার। শিল্পী যদি সুরে গাইতে না পারে, শ্রোতারা তাকে কখনও গ্রহণ করবে না।

আনন্দকণ্ঠ ঃ এখন তো প্রচার মাধ্যম অনেক প্রসারিত এবং কণ্ঠশিল্পীদের যথেষ্ট সুযোগও দেয়া হচ্ছে–

শাকিলা ঃ হ্যাঁ, অনেক চ্যানেল হয়েছে এবং সুযোগও মোটামুটি দিচ্ছে তারা। কিন্তু সমস্যা কি জানেন, নতুন গান করানো হচ্ছে না। আগে আমরা বিটিভিতে গান গাইতে নতুন গান কম্পোজ করতাম। এখনকার চ্যানেলগুলো ক্যাসেটের জনপ্রিয় গান নিয়ে লিপ সিং করিয়ে নিচ্ছে। যে কারণে নতুন গান করার সুযোগ কম।

আনন্দকণ্ঠ ঃ অনেক মাধ্যমেই তো গান করেন। কোন্ মাধ্যমে গান করতে বেশি ভাল লাগে?

শাকিলা ঃ আমার সব মাধ্যমেই গান করতে ভাল লাগে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কি জানেন, ভাল গান পাচ্ছি না। গান গেয়ে আত্মতৃপ্তি পাব এমন গান পাই না। প্লে-ব্যাকে একটা সমস্যা হচ্ছে– সঙ্গীত পরিচালকরা শিল্পীদের টাইপড করে ফেলেন। যেমন তাঁরা ধরে নেন শাকিলা জাফর মানেই তাকে দিয়ে উত্তেজক গান গাওয়ানো হবে। অমুককে দিয়ে শুধু বিরহের গান বা রোমান্টিক গান গাওয়ানো হবে। এতে একজন শিল্পীর প্রতিভা বিকাশে বাধার সৃষ্টি হয়। এটা একদমই উচিত নয়।

আনন্দকণ্ঠ ঃ আপনার একক এ্যালবামের সংখ্যা কত?

শাকিলা ঃ এ পর্যন্ত ৯টা। এগুলো হচ্ছে– তুমি শুধু তুমি, নিঠুরিয়া বন্ধু আমার, চোখ দিয়ে ছুঁয়েছ হৃদয়, লজ্জা পাই, একটু ভালবাসতে দাও ইত্যাদি।

আনন্দকণ্ঠ ঃ আচ্ছা, সঙ্গীতে জুটিবদ্ধ হয়ে কাজ করার আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কি?

শাকিলা ঃ কোন প্রয়োজন নেই। তার পরও আমরা জুটিবদ্ধ হয়ে কাজ করি দর্শক-শ্রোতারা চায় বলেই।

আনন্দকণ্ঠ ঃ শ্রোতাদের তো অনেক গান উপহার দিয়েছেন। আপনার কোন চাওয়া আছে কি?

শাকিলা ঃ আছে, শ্রোতাদের ভালবাসা। গান ছাড়া জীবনে আমার আর কিছুই চাওয়ার নেই। গানই আমার প্রেম-ভালবাসা। যতদিন বেঁচে থাকব, গান গেয়ে যাব। খুব সুন্দর সুন্দর গান শ্রোতাদের উপহার দিতে চাই।

আমিনা পারভীন